

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

205153 - উমরার নয়িতে ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবশে করছে

প্রশ্ন

কয়কে বছর আগে আমি ও আমার স্ত্রী উমরা আদায় করছি। আমরা অন্য এক ফ্যামলিরি গাড়ীতে চড়ে রিয়াদ থেকে সফর করছি। সে বন্ধু আমাদেরকে বলছেন যে, আমরা ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবশে করতে পারি এবং মক্কায় রাত্রি যাপন করতে পারি। এরপর সখোন থেকে আমরা ইহরাম বঁধে নবি। এটা যে, সঙ্গত নয় সটো জানা না থাকার কারণে আমরা সটোই করছি। সে উমরাটা ফরজ উমরা ছিল না। এরপর আমরা বহুবর মীকাত থেকে ইহরাম বঁধে উমরা করছি। ঐ উমরার ক্ষত্রে আমাদরে উপর কোন দায়তিব আছে কি? যদি আমাদরে উপর পশু যবহে করা ফরজ হয়; তাহলে এমন কোন প্রতষ্টিঠান আছে কি যারা আমাদরে পক্ষ থেকে পশুটা যবহে করবে; যহেতে আমি রিয়াদে চাকুরী করি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নিঃসন্দহে আপনাদরে সে বন্ধু ভুল করছেন; যনি আপনাদরেকে বলছেন যে, ইহরাম ছাড়া মীকাত অতক্রিম করা জায়যে। আরকে ভুল করছেন: তনি আপনাদরেকে মক্কা থেকে ইহরাম বাঁধতে বলছেন। কারণ মক্কাবাসী ও মক্কাতে অবস্থানকারীকে উমরা পালন করতে হলে হারাম এলাকার বাইরে গিয়ে ইহরাম বঁধে আসতে হবে।

যারা মক্কার বাইরে থেকে হজ্জ কথিবা উমরা আদায় করতে আসবনে শরয়িত তাদরে জন্য মীকাত তথা ইহরাম বাঁধার স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যদি ব্যক্তি ঠিকি সেই স্থান দিয়েই অতক্রিম করে তাহলে তনি সে স্থান থেকেই ইহরাম বাঁধবনে। আর যদি ঠিকি সে স্থান দিয়ে সফর না করনে তাহলে সে স্থানরে সমান্তরাল স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবনে।

আর যারা এ মীকাতগুলোর ভতেরে মক্কার দকি অবস্থান করনে তারা তাদরে অবস্থানস্থল থেকে ইহরাম বাঁধবনে। অনুরূপভাবে কেউ যদি জেদ্দাতে আসে কথিবা মীকাতরে ভতেরে অন্য কোন জায়গায় আসে; পরবর্তীতে তার উমরা করার ইচ্ছা জাগে তখন সে তার অবস্থানস্থল থেকে ইহরাম বাঁধবে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণতি তনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মীকাতগুলো নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

মদনীর অধিবাসীদের জন্য- যুল হুলাইফা; সরিয়ীর অধিবাসীদের জন্য- জুহফা; নজদ এর অধিবাসীদের জন্য- ক্বারনুল মানাযলি; ইয়মেনের অধিবাসীদের জন্য- ইয়ালামলাম। এ মীকাতগুলো তাদের জন্য যারা এ স্থানগুলোতে বসবাস করে; কথিবা এ স্থানগুলো যাদের পথে পড়ে; সবে সব ব্যক্তিদের জন্য যারা হজ্জ ও উমরা আদায়ের নিয়তে বেরিয়েছে। আর যবে ব্যক্তি এ মীকাতগুলোর ভেতরে অবস্থান করে সবে তার পরিবার থেকে ইহরাম বাঁধবে। [সহহি বুখারি (১৪৫৪) ও সহহি মুসলিম (১১৮১)]

আপনার বন্ধুর উপর তওবা করা ও ইস্তিগফার করা অপরিহার্য; যহেতু তিনি নিজের মতকবে শরিয়তের বধিান বলে চালিয়ে দিয়েছেন। আর জমহুর আলমেরে মতামত অনুযায়ী আপনাদের কর্তব্য হচ্ছ- মক্কার হারাম এলাকার মধ্যে একটি ছাগল জবাই করে এর গশেত মক্কার গরীব লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়ো। কারণে যদি এটিকরার সামর্থ্য না থাকে তাহলে তার শুধু তওবা করলে চলবে।

স্থায়ী কমিটির আলমেগণ বলেন:

যবে ব্যক্তি উমরা করার নিয়ত করেছে; তার কর্তব্য হচ্ছ- মীকাত অতিক্রমকালে মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা। ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা জায়যে নয়। যহেতু আপনারা মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধেননি তাই আপনাদের প্রত্যেকের উপর দম (পশু জবাই করা) ওয়াজবি। যবে ছাগল দিয়ে কেরবানি করা জায়যে এমন একটি ছাগল মক্কাততে জবাই করে এর গশেত মক্কার গরীব লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে; আপনারা এ গশেত খতে পারবেন না। পক্ষান্তরে ইহরামের কাপড় পরার পর দুই রাকাত নামায না পড়ায় কোনে কিছু আবশ্যিক হবে না।

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফফি, শাইখ আব্দুল্লাহ গাদইয়ান। [স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১১/১৭৬, ১৭৭)]

যবে ব্যক্তি হজ্জ কথিবা উমরা কোনে একটি ওয়াজবি আমল ছড়ে দিয়েছে এ মাসয়ালার ব্যাপারে বিস্তারতি আলোচনার পর শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

যবে ব্যক্তি কোনে ওয়াজবি আমল ছড়ে দিয়েছে আমরা তাকে বলব: আপনি একটি ফদিয়া (পশু) জবাই করে এর গশেত নজিহে মক্কার দরদিরদের মাঝে বিতরণ করুন। কথিবা নরিভরযোগ্য কাউকে দায়িত্ব প্রদান করুন। আর যদি আপনি অসামর্থ্য হন তাহলে তওবা করলে চলবে। এ মাসয়ালায় এটাই আমাদের অভিমত। [আল-শারহুল মুমতী (৭/৪৪১) থেকে সমাপ্ত]

মক্কাততে আপনাদের পক্ষ থেকে পশু জবাই করার জন্য আপনারা নরিভরযোগ্য এজনেসগুলোর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ
মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আল্লাহই ভাল জানেন।